সমকাল

তারিখ ... 4 AUG 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ১৯ ... কলাম ... ৪ ......

শিক্ষক নিয়োগে ঐতিহ্য হারাচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

——— প্রধান বিচারপতি

সমকাল প্রতিবেদক

প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা বলেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ঐতিহ্য রয়েছে। সেই ঐতিহ্য বজায় রেখে বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে না। গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের শিক্ষক খন্দকার তোফায়েল আহমদের নিয়োগ অবৈধ ঘোষণা নিয়ে আপিলের শুনানিতে প্রধান বিচারপতি এসব কথা বলেন।

প্রধান বিচারপতি বলেন, একজন ভিসি (নাম উল্লেখ করেননি) পর্যন্ত ঐতিহ্য বজায় রেখে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। তখন বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে যারা প্রথম শ্রেণিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হতেন তাদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হতো। কিন্তু এখন আর সেটি হচ্ছে না। এটা সতর্ক সংকেত।

আদালতে শিক্ষক তোফায়েল আহমেদের পক্ষে অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, তোফায়েল এসএসসি পরীক্ষায় পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ১

শিক্ষক নিয়োগে ঐতিহ্য

[১৯ পৃষ্ঠার পর]

মার্কস কম পেয়েছেন। হাইকোর্ট তার নিয়োগ অবৈধ করায় তাকে ক্লাস করতে দেওয়া হচ্ছে না। এ সময় তিনি হাইকোর্টের রায় স্থগিতের আবেদন জানান। তবে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে আপিল বিভাগের তিন বিচারপতির বেঞ্চ হাইকোর্টের রায় স্থগিত না করে 'নো অর্ডার' দেন। এই আদেশের ফলে খন্দকার তোফায়েল আহমেদের নিয়োগ অবৈধ থাকল বলে জানিয়েছেন আইনজীবীরা।

এর আগে গত ২৫ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের শিক্ষক তোফায়েল আহমেদের নিয়োগ অবৈধ ঘোষণা করেন হাইকোর্ট। গত বছরের ২ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে দু'জন প্রভাষক নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। বিজ্ঞপ্তিতে আবেদনকারীদের এসএসসি ও এইচএসসিতে যোগ্যতা চাওয়া হয় সিজিপিএ ৫-এর মধ্যে ন্যূনতম ৪.২৫। পরে দর্শন বিভাগ গত বছরের ২৯ ডিসেম্বর পাঁজজনকে নিয়োগ দেয়। কিন্তু নিয়োগপ্রাপ্ত দু'জনের মধ্যে তোফায়েল আহমেদের সিজিপিএ ৩.১৯। সিজিপিএর শর্ত পূরণ না করার পরও তোফায়েলকে নিয়োগ দেওয়ায় হাইকোর্টে রিট করেন শিক্ষক পদে আরেক আবেদনকারী এইচএম মিরাজ সৌরভ।